মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী দম্পত্তি আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী দম্পত্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে মুজিবনগর-আটকবর সড়কের বটতলা নামক স্থানে মুজিবনগর থানার এসআই মো: খালিদুর আশিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক দম্পত্তিরা হলেন, ঢাকা পল্লবীর ব্লক- সি ৩৫ নম্বর বাসার বাসিন্দা আব্দুল মান্নানের ছেলে তানভীর হোসেন (৩০) এবং তার স্ত্রী স্বর্ণা খাতুন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ আটকবর সড়কের হরেনের বটতলা নামক স্থানে এস আই মো: খালিদুর আশিক, এস আই ইস্রাফিল ও এএসআই সীমা খাতুন সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ওই স্থানের একটি চা দোকানের পাশের একটি হেয়ারিং রাস্তায় ওই দম্পত্তিতে দেখে তারা চ্যালেঞ্জ করেন এবং তানভির হোসের হাতে হাতে সাদা বস্তাতে তল্লাশি করে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন।

এস আই মো: খালিদুর আশিক জানান, তানভিরের বিরুদ্ধে মাদক মামলায় আরও দুটি মামলা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তারা সীমান্ত এলাকা থেকে মাদক নিয়ে গিয়ে রাজধানী এলাকায় ব্যবসা করেন। তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর রামকৃষ্ণপুরে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর রামকৃষ্ণপুরে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প।

আজ রবিবার বিকেলে রামকৃষ্ণপুরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলীর নেতৃত্বে, এ এস আই আবুল কালাম আজাদ, ও এ এস আই শামসুর রহমান, এ এস আই শ্রী অমল চন্দ্র , সঙ্গিও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত হলেন মোঃ রিয়জ উদ্দিন(২৪) মোঃ মজির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় মজির উদ্দিনের বাড়ির পাশে। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করা ও তার দেহ তল্লাশি করে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়। এছাড়াও মোঃ রিয়জ উদ্দিন একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সাহেব আলী জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ চাষী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড়শলুয়া গ্রামে চিত্রা নদীর পাড় সংলগ্ন নিজ জমিতে অন্যন্য ফসলের সাথে দুইটি গাঁজা গাছসহ হাবিবুর রহমান ওরফে হাবুলকে (২৮) আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বড়শলুয়া গ্রামের নজির ফকিরের ছেলে।

জানা যায়, শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় বড়শলুয়া চিত্রা নদীর ধারে হাবুলের নিজ জমিতে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তরতাজা অবৈধ মাদকদ্রব্য দুইটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। সেই সাথে হাবিবুর রহমান হাবুল কে গ্রেফতার করে।গাঁজা গাছ দুইটির আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪৪

হাজার টাকা। আগামীকাল তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হবে।

ঝিনাইদহে ৬৪০পিচ ইয়াবাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পদ্মাকর গ্রাম থেকে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার রাতে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-পদ্মাকর ইউনিয়নের চাপড়ী গ্রামের দয়াল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে দীপ্ত কুমার বিশ্বাস (৩২) ও শৈলকুপা উপজেলার দেবতলা গ্রামের ইখতিয়ার মন্ডলের ছেলে জাহিদ হাসান (৩৫)।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, পদ্মাকর গ্রামে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আহসানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালায়। সেসময় দীপ্ত কুমার ও জাহিদ হাসান নামের দুইজনকে আটক করা হয়। সেসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৬৪০ পিচ ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ২৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সদর থানাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪ কেজি গাঁজাসহ রুবেল হোসেন (৩২) নামে এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২’র সিপিসি-১, কুষ্টিয়া কোম্পানীর একটি চৌকষ আভিযানিক দল ‘‘কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন বাগুয়ান কান্দিরপাড়া গ্রামে” একটি অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

এসময় চার কেজি গাজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

আটককৃত রুবেল হোসেন দৌলতপুর উপজেলার বাগুয়ান এলাকার মোঃ মোজাম্মেল হকের ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়ার কোম্পানী কমান্ডার লেঃ কমান্ডার বিএনএম আবুল হাশেম সবুজ জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, আসামিদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে আসছিলো।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ধরণের মাদক উদ্ধার অভিযান সচল রেখে মাদকমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে র্যাব-১২, বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে ৭০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন যাদবপুর ব্রীজের কাছে অভিযান চালিয়ে ৭০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই নারী মাদক ব্যবসায়ীসহ তিনজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

আজ সোমবার বিকাল সোয়া ৪টার দিকে ডিবির পরিদর্শক আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ডিবির একটি টিম সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে এসআই উত্তম কুমার, এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই আবু সেলিম অংশ নেন।

আটকৃতরা হলেন- সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী জাহানারা খাতুন, আফজার আলীর স্ত্রী তানজিলা এবং শহরের পুরাতন বাসস্ট্যাড পাড়ার ইছার উদ্দিন শেখের ছেলে তাইজুল ইসলাম।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) আহসান খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির অভিযানিক দল ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সীমান্ত এলাকা বাজিতপুর থেকে একটি ইজিবাইকে করে যাত্রীবেশে তারা শহরের আসছিলো। তাদের শরীর তল্লাশি করে তিন জনের কাছে থেকে ৭০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৭ লাখ টাকা। এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিএনপির ১৪ জন নেতা আটক

মেহেরপুরে অবরোধ সমর্থনে মিছিল করার সময় বিএনপির ১৪ নেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রবিবার ভোরে জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী এলাকার একটি ইটভাটার সামনে থেকে ১১ জন এবং সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩ নেতাকে আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাহারবাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শরিফ মালিথা, বামন্দী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি নাহারুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি বশির আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কাবেল উদ্দিন, বামন্দী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মাহিদুর রহমান, সহসভাপতি আশরাফুল ইসলাম, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি আবু তাহের, যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সহসভাপতি আবু ইউসুফ মিরন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন, সহসভাপতি আলী রেজা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, গাংনীতে অবরোধ সমর্থনে মিছিল থেকে পুলিশ ২৭ জনকে আটক করার পরে ১৭ জনকে ছেড়ে দিয়েছে। সদরে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে।

এসকল আটকের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশ বিএনপির নেতাকর্মীদের ঘর ছাড়া করতে মাঠে নেমেছে। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কোন বিএনপির নেতাকর্মীকে তারা মেহেরপুরে থাকতে দেবে না বলে হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) আহসান খান বলেন, গাংনীর বামন্দী এলকার একটি ইটভাটায় বিএনপির নেতাকর্মীরা একত্রে হয়ে নাশকতার পরিকল্পনার করার সময় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। সদর থানা পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে তিনজনকে আটক করেছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশ মাদকবিরোধী এক বিশেষ অভিযানে সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রাম থেকে ফেনসিডিলসহ সুমন আলী (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটককৃত সুমন আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। আজ রোববার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল তাকে আটক করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে সুত্রে জানা গেছে, ফেনসিডিল পাচারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি’র ইন্সেপেক্টর আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম অভিযানে অংশ নেয়। এসময় রাজাপুর গ্রামের ইটভাটার সামনে থেকে সুমনকে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করতে সক্ষম হয় অভিযানে অংশ নেওয়া দলটি। সুমনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলাদার পূর্বক মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করেছে ডিবি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে পৃথক অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক সহ শরিফুল ইসলাম (২৮) ও খাইরুল ইসলাম
(৫২) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত শরিফুল ইসলাম খাস মহল গ্রামের সুরমান আলীর ছেলে এবং খাইরুল ইসলাম কাজিপুরের খলিলুর রহমানের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার বামুন্দি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শরীফুলের নেতৃত্বে খাসমহল বাজারপাড়া এলাকায় পরিচালিত একটি অভিযানে ২৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একই থানাধীন ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে আরেকটি অভিযানে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ খায়রুল ইসলাম
(৫২) কে গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম জানান,আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার আমিরপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক ও বিটিভির জেলা প্রতিনিধি নারীসহ আপত্তিকর

অবস্থায় আটক

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের আমিরপুর গ্রামে কামিল মাদ্রাসার কৃষি শিক্ষক ও বিটিভি এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের জেলা প্রতিনিধি ওয়াহেদ মোঃ রাশেদীন আমিন ওরফে রাজন রাশেদ নতুন শিক্ষা কারিকুলামের প্রশিক্ষণ ফেলে নারীসহ আপত্তিকর অবস্থায় স্থানীয় জনতার হাতে আটক হলেও অবশেষে মোমিনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মামুন রতনের হস্তক্ষেপে তার মুক্তি মেলে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটার পর। এ ঘটনার আগে নতুন শিক্ষা কারিকুলামের জন্য চুয়াডাঙ্গা ঝিনুক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর চলমান প্রশিক্ষণে সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। দুপুরের ১ ঘন্টার বিরতীর মধ্যে ওই শিক্ষক কিভাবে আমিরপুর গ্রামে নারীবাজী করতে আসে সেটা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

আমিরপুর গ্রামবাসী জানান,বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের মরহুম আব্দুর রহমান ওরফে রহমান কাজী (সাবেক কামিল মাদ্রাসার পিয়ন) বাড়ীতে ওয়াহেদ মোঃ রাশেদীন আমিন ওরফে রাজন রাশেদ আসা-যাওয়া করে। ওই বাড়ীতে কাজীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তার এক সন্তান নিয়ে বসবাস করে আসছে। রাজন, দ্বিতীয় স্ত্রীকে পেনশনের টাকা পাইয়ে দেয়ার কথা বলে তার সঙ্গে অপ্রতিরোধ্যভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতো। সে খেয়াল খুশি মত এসে সেটা অব্যাহত রেখেছিল।

মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য শাহিনুর রহমান শাহিন জানান, রাজন রাশেদ বেশ কিছুদিন ওই বাড়ীতে আপত্তিকর কাজ করার জন্য আসতো। এদিন দুপুরের পর লোকজন বাড়ীর প্রাচীর টোপকে ভেতরে ঢুকে ঘরের মধ্যে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পায়। সেখানে লোকজন রাজনকে গণপিটুনি দেয়। এমতবস্থায় সে নিজেকে বাঁচাতে ৯৯৯ ফোন দিলে বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তার আগে ইউপি চেয়ারম্যান রতন তাকে ছেঁড়ে দেয়।

মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মামুন রতন জানান, পরিষদের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য শাহিন ও তারপর ইউনিয়ন যুব লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মমিন তাকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানান, আমিরপুর গ্রামের ওই বাড়ীতে অবৈধ কাজ করার সময়

স্থানীয় জনসাধারণ দুজন নারী-পুরুষকে আটক করে রেখেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, অভিযুক্ত রাজন ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে বাড়ীর উঠানে চেয়ারে বসে আছে। বাড়ীর চারিপাশে লোক সমাগম বেড়েই যাচ্ছিল। পরবতী পরিস্থিতি বিবেচনা করে আটক রাজনের হাতে তার মোটরসাইকেলের চাবি ধরিয়ে দিয়ে আমি তাকে চলে যেতে এবং চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসির সঙ্গে দেখা করার জন্য বলি। সে তখনই সেখান থেকে দ্রুত চলে যায়। তবে স্থানীয় জনসাধারণ বলছিল, তাদের দুজনকে ঘরের ভেতর আপত্তিকর অবস্থায় আটক করা হয়। এ বিষয়টি রাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কোন জবাব না দিলেও অভিযোগে দুষ্ট মেয়েটি বলে তার সঙ্গে কিছু হয়নি।

এ ঘটনার বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার অভিযুক্ত শিক্ষক সাংবাদিক ওয়াহেদ মোঃ রাশেদীন আমিন ওরফে রাজন রাশেদ বলেন, আমি নতুন শিক্ষা কারিকুলাম প্রশিক্ষণের ফাঁকে আমিরপুর গ্রামে আমাদের মাদ্রাসার সাবেক পিয়ন মরহুম আব্দুর রহমান ওরফে রহমান কাজীর বাড়ীতে পেনশন সংক্রান্ত একটি বিষয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বন্ধ ঘরের দরজায় আমার একজন ছাত্র টোকা দেয়। আমি দরজা খুলে দিলে সে ‘সরি’ বলে চলে যায়। এরপর দেখি প্রচুর লোকজন জড় হচ্ছে। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি। এর বেশী আমি বলতে পারবো না। তবে ধারনা করছি, আব্দুর রহমান ওরফে রহমান কাজীর দু’স্ত্রী। বড় স্ত্রীর একটি ইনসুরেন্স করা ছিল। সেই ইনসুরেন্সের টাকা উঠানো নিয়ে, বিরোধের কারনে আমাকে জড়িয়ে এমনটি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ কুমার সাহা বলেন, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর নতুন শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণের মধ্যে বেলা ১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিরতী শেষে আবার সেটা বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে। এর মধ্যে একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ চলমান অবস্থায় কি করে অন্যকোন স্থানে অপকর্ম করে সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। তিনি বলেন, এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। তবে এ ঘটনার ব্যাপারে তাকে কারন দর্শানো নোটিশ করা হবে। এটি একটি গোর্হিত অপরাধ।